হ্যালো

পুজোর দিনগুলিতে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জলপাইগুড়ির কিছু জরুরি টেলিফোন নম্বর।

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল ওয়ার্ড মাস্টার : ৭৪৭৮২-০৫৬৯১

জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ওয়ার্ড মাস্টার : ৮৫৯৭৯-৬৫০১৬

জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি পুলিশ : ০৩৫৬১-২২৫৫৮৮

দমকল জলপাইগুড়ি : ০৩৫৬১-২৩০১২৭

জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের অ্যাম্বুল্যান্স : ০৩৫৬১-২৩০৩০৪

বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি মালে

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : মাল শহরের বাটাইগোল বাজারের একটি রাস্তার সংস্কারের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। শহরের ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝখানের রাস্তাটি উঁচু থেকে নীচুর দিকে নেমেছে। নেই নিকাশিনালাও। জলস্রোতে রাস্তাটি বর্তমানে বেহাল হয়ে পড়েছে। পুর কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে। মাল শহরে বাজার এলাকায় রবিবারের সাপ্তাহিক হাট বসে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সমস্যা সমাধানের দাবিতে পুরসভায় গণ আবেদন জমা দিয়েছেন। ব্যবসায়ী অমিত সাহা, কৃষ্ণ বণিক, বীরেন ঘোষ, প্রদীপ সাহা প্রমুখের বক্তব্য, এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে দারুণ অসুবিধা হচ্ছে। যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। রাস্তাটি ঢালু ও খানাখন্দে ভর্তি। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্থানীয়দের। সমস্যা সমাধানের আর্জি জানানো হয়েছে। পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর তরফে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য কৌশিক দাস বলেন, 'আমরা বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করছি। টেন্ডার প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। বাজার এলাকার রাস্তাটিও দ্রুত সংস্কার করা হবে।'

জাগো বাংলা'র বুকস্টল

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা মোড়ে সোমবার তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র বুকস্টলের উদ্বোধন করেন দলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের আইনজীবী সেলের অন্যতম কর্মকর্তা গৌতম দাস, জলপাইগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল প্রমুখ। পুজোর চারদিন এই স্টলে দলের পত্রিকা, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বইগুলি পাওয়া যাবে। দলের সমর্থক শিক্ষক, অধ্যাপকরা স্টলে থাকবেন।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ির বান্ধব নাট্য সমাজে সোমবার কবি সঞ্চালী রায়ের 'বেলার শেষে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। তিনি বলেন, কবিতাগুলি কবিতাপ্রেমীদের আকৃষ্ট করবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি শেখর কর, অধ্যাপিকা কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়, কবি সপ্তাশ্ব ভৌমিক, জ্যোতিপ্রসাদ রায় প্রমুখ।

বাইক উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : কোতোয়ালি থানার কাছেই একটি পানের দোকানের সামনে থেকে পঞ্চমীর দিনে চুরি যাওয়া মোটর সাইকেল উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার সকালে কোতোয়ালি পুলিশ মোটর সাইকেলটি উদ্ধার করেছে। তদন্ত শুরু করেছে তারা।

জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে ঐতিহ্যবাহী বট গাছে চলছে ষষ্ঠীপুজো। সোমবার শুভঙ্কর চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

একনজরে শহরের পুজো

আজ সপ্তমী! করোনা পরিস্থিতিতে বাজেটে কাটছাঁট, বাতিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। জৌলুস হারিয়েছে অনেক পুজো। জলপাইগুড়ির বিগ বাজেটের পুজোগুলোর এবারের মূল আকর্ষণ কী? খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জাগ্রত সংঘ
বর্ষ ঃ ৭৫
থিম ঃ মহামায়ার ত্রিনয়নী
বাজেট ঃ ৪ লক্ষ
বিশেষ উদ্যোগ ঃ নেই

তরুণ দল
বর্ষ ঃ ৬৩
থিম ঃ বজরা নৌকার আদলে মন্দির
বাজেট ঃ ৪ লক্ষ

দিশারি ক্লাব
বর্ষ ঃ ৫৮
থিম ঃ বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার হস্তশিল্প ব্যবহার করে মণ্ডপসজ্জা
বাজেট ঃ ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার

ওল্ড পুলিশলাইন সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি
বর্ষ ঃ ৭৩
থিম ঃ কাপড়, ফোম, টিনের পাতে তৈরি মডেল দিয়ে মণ্ডপসজ্জা
বাজেট ঃ ৩ লক্ষ
উদ্বোধন ঃ ষষ্ঠী
বিশেষ উদ্যোগ ঃ বস্ত্র বিতরণ

ডি টাইপ সিলিন্ডারের মাধ্যমে পরিষেবা

জলপাইগুড়িতে ফের বিকল অক্সিজেন প্ল্যান্ট

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : উদ্বোধনের পর দু'বার বিকল হয়ে পড়ল জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট। রবিবার হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টটি ফের বিকল হয়ে পড়ে। সকাল থেকেই প্ল্যান্ট বিকল হয়ে পড়ে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। তবে প্ল্যান্ট বিকল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডি টাইপ সিলিন্ডারের মাধ্যমে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। তা দিয়েই সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের সাহায্যে সিসিইউ ও এসএনসিইউতে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে।

জেলা হাসপাতালের সহকারী সুপার সুস্নাত রায় বলেন, 'রবিবার থেকে জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টটি বিকল। এখান থেকে মূলত হাসপাতালের সিসিইউ এবং এসএনসিইউতে সেন্ট্রাল পাইপলাইনের সাহায্যে অক্সিজেন পাঠানো হত। প্ল্যান্ট বিকল হওয়ায় আমরা আবারও পুরোনো পদ্ধতিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি।' অক্সিজেন সরবরাহের দায়িত্বে থাকা এক কর্মী জানান, মাঝেমধ্যেই প্ল্যান্টটি খারাপ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে অপারেটররা নিজেরাই প্ল্যান্ট ঠিকঠাক করে সেটি চালু করেন। কিন্তু এবার যে ধরনের ত্রুটি দেখা দিয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ে তা মেরামতি করা অসম্ভব।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তেই দেশজুড়ে অক্সিজেন সংকট চরম আকার নেয়। জলপাইগুড়িতেও এর প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি বিশ্ব বাংলা কোভিড হাসপাতালে অক্সিজেনের সমস্যা উঠে আসে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি, এটাই স্বস্তির। অক্সিজেনের সমস্যা মেটাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনও তৎপরতা শুরু করে। সমস্যা মেটাতে একসময় জেলা শাসক নিজেও অক্সিজেন সরবরাহকারী ডিলারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। জেলায় যাতে কোনওভাবেই অক্সিজেনের ঘাটতি না হয়, তার জন্য ডিলারদের বিশেষ নির্দেশও দেওয়া হয়। এরপরই স্বাস্থ্য দপ্তর অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্টটি তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অক্সিজেন প্ল্যান্টটি সরবরাহ এবং স্থাপন করে। চলতি বছরের জুন মাসের ২৫ তারিখ অক্সিজেন প্ল্যান্টটির ঘটা করে উদ্বোধন হয়। তবে উদ্বোধনের এক মাসের মাথাতেই প্রথমবার প্ল্যান্টটি বিকল হয়ে পড়ে। প্ল্যান্টটি স্থাপনের সময় একটি যন্ত্রাংশ বিকল থাকায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর বিকল যন্ত্রাংশটি পরিবর্তন করে তার জায়গায় নতুন যন্ত্র লাগিয়ে প্ল্যান্ট চালু হয়।

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় জেলায় জেলায় পিকু তৈরির নির্দেশ আসে। জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালেও পিকুর পরিকাঠামো তৈরি হয়। অক্সিজেনের জন্য সেন্ট্রাল পাইপলাইনের ব্যবস্থা হয়েছে। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জ্বরে আক্রান্ত অনেক শিশুর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি রেখে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া, সদ্যোজাতদের শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে এসএনসিইউতে রাখতে হয়। সেখানেও সেন্ট্রাল পাইপলাইনের সাহায্যে পরিষেবা দেওয়া হয়। রবিবার ফের প্ল্যান্ট বিকল হওয়ায় কর্তৃপক্ষকে কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

বন্ধ জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট। -সংবাদচিত্র

উঠছে প্রশ্ন

- রবিবার হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টটি ফের বিকল
- সকাল থেকেই প্ল্যান্ট বিকল হয়ে পড়ে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর
- টাইপ-ডি সিলিন্ডারের মাধ্যমে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হয়েছে
- তা দিয়েই সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের সাহায্যে সিসিইউ ও এসএনসিইউতে অক্সিজেন সরবরাহ

ধূপগুড়ির পুরোহিত পুজো সামলান মালে

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : ধূপগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ড নিবাসী খোকন সরখেল এবং ছেলে প্রীতিময় সরখেল এবারও মালবাজারে এসে দুর্গাপুজোয় পুরোহিতের দায়িত্ব সামলাবেন। খোকনবাবু বেশ কয়েক বছর ধরে রাঙ্গামাটি চা বাগানের দুর্গাপুজোর দায়িত্বে রয়েছেন। ছেলে প্রীতিময় সরখেলও গত বছরের মতো শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নবোদয় মহিলা সমিতির পুজোর পৌরোহিত্য করবেন। প্রীতিময় ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাড়িতে খোকনবাবুর স্ত্রী গীতা সরখেল এবং মেয়ে দীপা সরখেল রয়েছেন। প্রীতিময় বলেন, 'পুজো করতে আমার ভালোই লাগে। শ্রদ্ধা সহকারে পুজো করি।' নবোদয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী দুলালি ঘোষ বলেন, 'বয়সে ছোট হলেও দক্ষতার সঙ্গে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন প্রীতিময়।'

এদিকে, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'আমি মহাষ্টমীর অঞ্জলি বাগানে দিই। ধূপগুড়ির খোকনবাবু এখানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে পুজো করেন।'

পুজো উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি নয়াবস্তিপাড়ার মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত আরাধ্যা মহিলা সমিতির পুজোর উদ্বোধন হল সোমবার। উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান পাপিয়া পাল। মহিলাদের এই পুজো নিয়মনিষ্ঠা মেনে হয়।

ময়লা সাফাই

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : সোমবার শহরের আবর্জনা সাফাই করল মাল পুরসভা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। সাফাইকর্মীদের পাশাপাশি গাড়ি ব্যবহার করে ময়লা সরানো হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার শারদ সম্মান ঘোষিত

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানের বিচারে জেলার সেরা পুজো নির্বাচিত হয়েছে ময়নাগুড়ির ওয়েস্ট আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাব, জলপাইগুড়ি শহরতলির আসাম মোড় তারাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি এবং জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি।

অন্য তিনটি বিভাগের মধ্যে জেলার সেরা প্রতিমা হয়েছে পাঁচটি পুজো কমিটির প্রতিমা। জলপাইগুড়ি শহরের মুহুরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, বামনপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, জাগ্রত সংঘ, সেন্ট্রাল কলোনি ও মালবাজারের ২ নম্বর ক্যালটেক্স মোড় দুর্গাপুজো কমিটি।

বিচারকমণ্ডলীর বিচারে সেরা মণ্ডপ নির্বাচিত হয়েছে তিনটি কমিটির মণ্ডপ। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, জলপাইগুড়ি শহরের দিশারি ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাবের মণ্ডপ।

এবার মণ্ডপে মণ্ডপে কোভিড স্বাস্থ্যবিধির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিল বিচারকমণ্ডলী। এই বিভাগেও পাঁচটি পুজো কমিটিকে নির্বাচিত করা হয়েছে। কমিটিগুলির মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ির সরকারি কোরক হোমের পুজো, নবজীবন সংঘ, রায়কতপাড়া বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি, মালবাজারের রামকৃষ্ণ সারদা সংঘ এবং এটিও ক্লাব।

সোমবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু।

নির্বাচিত বিজয়ী পুজো কমিটিগুলিকে পুজোর পর নির্দিষ্ট দিনে আমন্ত্রণ জানিয়ে পুরস্কৃত করা হবে বলে তিনি জানান।

কোভিড স্বাস্থ্যবিধিতে নির্বাচিত পুজো কমিটিগুলিকে ট্রফি এবং ২০ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

সেরা প্রতিমার জন্য আর্থিক পুরস্কার ২০ হাজার টাকা এবং সেরা মণ্ডপকে ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। জেলার সেরা পুজো পাবে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

কোভিড স্বাস্থ্যবিধি বিভাগে সম্মানিত মালবাজারের এটিও ক্লাব। ছবি : অ্যানি মিত্র

মিষ্টি বানিয়ে পুজো কাটে নরেশদের

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১১ অক্টোবর : কারও বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা, কারও বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা। পুজোর দিনগুলোতে সবার পরিবারই একসঙ্গে সময় কাটানোর অপেক্ষায় থাকে। পুজোর আমেজে মেতে উঠতে চায় সবাই। কিন্তু এখানে যেন অন্য চিত্র।

মিষ্টি ছাড়া বাঙালির বিজয়া দশমী অসম্পূর্ণ। ফলে সেই ভিন্ন ভিন্ন মিষ্টি তৈরি করতে ব্যস্ত থাকেন ময়রারা। আনন্দোৎসবে শামিল না হয়ে অষ্টমীর সন্দেশ থেকে বিজয়া দশমীর মিষ্টি তৈরি এবং টাকা রোজগারে ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটে ময়রাদের পুজো। উৎসবের কোনও আনন্দই যেন স্পর্শ করে না ওদের। পুজোর ক'দিন সন্দেশ এবং লাড্ডুর চাহিদা থাকে। অন্যান্য মিষ্টির চাহিদা বেড়ে যায় দশমীর দিন। প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। কোভিডবিধি মেনে পুজো হলেও বিজয়া দশমীতে মিষ্টিমুখ করানোর রীতি যেন বহাল রয়েছে বাঙালিদের মধ্যে। মিহিদানা, সীতাভোগ, ছানার পোলাও, লাড্ডু, সন্দেশ, বোঁদে এবং রসগোল্লার চাহিদা ব্যাপক থাকে দশমীতে।

ময়রাদের এখন পুজোয় ঘোরা তো দূর, নাওয়া-খাওয়ারও সময় থাকে না। ধূপগুড়ির নেতাজিপাড়ার বাসিন্দা আনন্দ বসাক ময়নাগুড়ির একটি মিষ্টি তৈরির কারখানায় কাজ করেন। তিনি বলেন, 'বিজয়া দশমীতে মিষ্টির একটা আলাদারকম চাহিদা থাকে। তাই আমরা পুজোর ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পাই না। বাড়িতে ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে। তারাও এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।'

জলঢাকা সেতু লাগোয়া বগরিবাড়ির বাসিন্দা নরেশ রায়। নরেশবাবু বলেন, 'প্রথমদিকে খুব খারাপ লাগত। এখন সয়ে গিয়েছে। মেনে নিতে হয়েছে পরিবারের সদস্যদেরও।' ময়নাগুড়ি শহিদগড়পাড়ার বাসিন্দা গোলাপি সরকার। স্বামী ধীরেন সরকার অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন। মিষ্টির দোকানে কাজ করছেন বেশ কয়েক বছর ধরে।

বৌলবাড়ির বাসিন্দা দিলীপ রায় বলেন, 'আমি প্রতিদিন বাড়ি থেকেই মিষ্টির দোকানে যাতায়াত করি।'

নবমীর দিন থেকেই দশমীর মিষ্টি বিক্রি শুরু হয়ে যায়। দশমীর দিন সকাল থেকে মিষ্টির দোকানগুলিতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। মিষ্টি ব্যবসায়ী দুলাল সাহা বলেন, 'মিষ্টি তৈরির কাজ এখন জোরকদমে চলছে।'

> “ বিজয়া দশমীতে মিষ্টির একটা আলাদারকম চাহিদা থাকে। তাই আমরা পুজোর ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পাই না। বাড়িতে ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে। তারাও এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।
>
> **- আনন্দ বসাক**
> *ময়রা, নেতাজিপাড়া, ময়নাগুড়ি*

পর্যাপ্ত টাকা নেই এটিএমে, সমস্যা মালবাজারে

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : সোমবার মাল শহরের বেশিরভাগ ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকার জোগান না থাকায় সমস্যায় পড়েন সাধারণ গ্রাহকরা। শহরের হাতেগোনা কয়েকটি এটিএম কাউন্টারে টাকা থাকলেও সেই এটিএমগুলিতে গ্রাহকদের ভিড় ছিল। গত শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় এদিন ব্যাংকগুলিতেও ছিল ভিড়। তার ওপরে আগামীকাল থেকে পুজোর ছুটি থাকার কারণেই এদিন গ্রাহকদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির এটিএম কাউন্টার থাকলেও অনেকগুলিতেই দিনের বেশিরভাগ সময়েই টাকা থাকে না বলেই অভিযোগ গ্রাহকদের। এদিন শহরের উত্তর কলোনির বাসিন্দা সৌরভ ঘোষ দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা তোলেন। অপরদিকে, পাহাড়ি এলাকার ঝালং থেকে পুজোর কেনাকাটি করতে এসে এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে বিপাকে পড়েন নিমা লিম্বু। তিনি খানিকটা ক্ষোভের সুরেই বলেন, 'এদিন আমি অনেকগুলো কাউন্টার ঘুরে টাকা তুলতে পেরেছি।'

এক ব্যাংককর্মীর কথায়, 'সকালের দিকে টাকা শেষ হলে কিছুক্ষণ এটিএম পরিষেবা ব্যাহত হয়। তবে ফের পরিষেবা চালু করা হয়।'

পুজোর দিনগুলিতে আদৌ এটিএম পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন সবাই। ব্যাংকগুলির তরফে তাদের এটিএম পরিষেবা পুজোর দিনগুলিতে স্বাভাবিক থাকবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

প্রতি রবিবার সকালে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এবার আরও রং

গল্প, কবিতার সঙ্গে থাকবে রম্যরচনা, ট্রাভেলগ, ফুডব্লগ, বিদেশের চিঠি, উত্তরবঙ্গের মুখ। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ফিচার-ক্যাম্পাস

নতুন রূপে আরও চটকদার

রংদার রোববার

প্রতি সপ্তাহে থাকছে বিশেষ কভার স্টোরি

আপনারা লেখা পাঠান

- গল্প (৭০০ শব্দ)
- অণুগল্প (১০০ শব্দ)
- রম্যরচনা (৫০০ শব্দ)
- ট্রাভেলগ (৪০০ শব্দ)
- ফুডব্লগ (৪০০ শব্দ)
- বিদেশের চিঠি (৪০০ শব্দ)

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাঠাও তোমাদের আঁকা ছবি ও ছড়া

আমাদের ই-মেল : ubsrobbar@gmail.com

লেখা পাঠাবেন ইউনিকোডে